রক্ষাকারী দুর্গ

হাফেজ মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন

সকাল-সন্ধ্যার আমল

রক্ষাকারী দুর্গ

(প্রিয় নবীজী সা. হতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় দু'আর এক অনবদ্য সংকলন)

মূল

ড. আব্দুল্লাহ আসসাদহান (রিয়াদ)

অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন

শিক্ষাসচীব, মা'হাদুন-নূর আল ইসলামী

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

আল ইরফান পাবলিকেশন্স

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অর্পণ

ইলমে ওহীর সংরক্ষণে যুগে যুগে যারা
জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন ।

অনুবাদক

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

أَمَّا بَعْدُ.

আমার কতক সাথী নিত্যপ্রয়োজনীয় দু'আর উপর একটি বই লেখার পরামর্শ দেয়। সেই সাথে তারা আবেদন রাখে, বইটি যেনো খুব বড় না হয়, আবার প্রয়োজনও পুরা হয়। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ের ওপর হাদীসের সনদসহ অনেক বই রচনা করেছেন, কিন্তু সে গুলো বড় হওয়ার কারণে জ্ঞান পিপাসুরা পড়তে হিম্মত হারিয়ে ফেলে।

ইমাম বুখারী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : "আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যানুপাতে সেটা করার চেষ্টা কর।"

শাইখুল ইমাম আবু আমর ইবনে সালাহ রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়, কী পরিমাণ যিকির করলে মুমিন-মুমিনা আল্লাহর দরবারে অধিক যিকিরকারী সাব্যস্ত হবে?

তিনি উত্তর দেন: যদি সে সকাল-সন্ধ্যা দিন-রাত ও বিভিন্ন অবস্থায় পঠিত দু'আগুলো নিয়মিত আদায় করে, তবেই আল্লাহর দরবারে অধিক যিকিরকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীয়তের হুকুম তো অনেক রয়েছে, আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যা আমি নিজের জন্য অযীফা বানিয়ে নিব।

তিনি উত্তরে বললেন : "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিয়মিত অল্প আমল, অনিয়মিত বেশি আমলের তুলনায় অনেক উত্তম। এ কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে "সর্বোত্তম আমল তাই যা নিয়মিত হয়, যদিও অল্প হয়।"

এ পুস্তকের ভেতর আমি সহীহ হাদীসের আলোকে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দু'আগুলো একত্র করেছি। আল্লাহর কসম দিয়ে বলতে পারি যে কেউ নিয়মিত এর ওপর আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদসহ শয়তানের যাবতীয় ধোঁকা এবং যামানার সব রকমের আপদ-বিপদ হতে হেফাজত করবেন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করছি, তিনি যেন এ পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেন এবং আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন।

বিনীত

তাং ১/৯/১৪২২ হি গ্রন্থকার

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! বই প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে মহান মাওলার দরবারে আলীশানে আদায় করছি সিজদায়ে শোকর। কারণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ষোলোআনাই পূরণ করে দিয়েছেন আমার কাংখিত স্বপ্ন।

হিজরী ১৪২৮ সনের শুরু দিকের কথা। সউদী আরবের ছোট শহর খাফজীর শিমালিয়ার জামে ফুরকানের ইমাম ও খতীব শাইখ মুসাইদের রুমে কয়েকজন বসে ঈমান-আমলের মুযাকারা করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বললাম, শাইখ! আমি 'আতাদরী মাল্লাহ (অর্থাৎ তুমি কী জানো আল্লাহ কে?) লিফলেটটি অনুবাদ করেছি। শোনে তিনি খুব পুলকিত হলেন এবং বললেন, আপনি আগ্রহী হলে রিয়াদে আমার পরিচিত প্রকাশনা আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে প্রচারের ব্যবস্থা করি। উত্তরে আমি বললাম, না।

তিনি তখন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

আমি উত্তর দিলাম, কারণ, আরবী বইগুলো এরা বেশ উন্নত করে ছাপে, আর বাংলাগুলো কোনো রকম ছেপে দেয়।

তিনি তখন আর কিছু না বলে ছোট্ট একটি বই আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, শাইখ সাখাওয়াত! আমার মনে হয় এ বইটি অনুবাদ করলে বাংলাদেশী ভাইয়েরা বেশ উপকৃত হবে। ত্রিশ পৃষ্ঠার ছোট্ট বইটি আমি আধা ঘণ্টার ভেতর একটানে পড়ে ফেললাম। বিদগ্ধ লেখকের ঝরঝরে বর্ণনাধারা আমাকে যাদুর মতো সামনে টেনে নিয়ে গেল। লেখক যে এ পুস্তক রচনায় প্রতুল শ্রম দিয়েছেন এতে সন্দেহ নেই। পড়া শেষ করে দেখলাম, এ যেন আমার লালিত স্বপ্ন রূপায়ণের

গোছানো পাথেয়। কেননা ২০০৬ সাল থেকেই এ ধরনের একটি বই লেখার চিন্তা করে বিভিন্ন জায়গা হতে কিছু কিছু বিষয় নোট করছিলাম। তাই কালবিলম্ব না করে জ্ঞানের দৈন্য সত্ত্বেও আল্লাহর অনন্ত নুসরতের উপর ভরসা করে অনুবাদের কাজ আরম্ভ করে দিলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ এক মাসের ভেতর পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেললাম।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি লেখকের ধারাকে অব্যাহত রাখতে, তবে প্রয়োজনে কিছু সংযোজন-বিয়োজনও করেছি। অন্যভাবে বলতে গেলে সেটা অনুবাদের অংশ হিসাবেই করেছি। এরপরও বলতে দ্বিধা নেই যে, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, আর আমিও মানুষ। কাজেই সুধি পাঠকের নজরে কোথাও কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে, আমাকে জানালে সাদরে গ্রহণের পাশাপাশি হৃদয় দিয়ে দু'আ করবো।

বিদায়ের আগে পাঠকবৃন্দকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে যাই, তা হলো এ বইটি সউদী আরবে প্রকাশের পর হতে এ পর্যন্ত তেরবার মুদ্রণ হয়েছে এবং আলেম শ্রেণীসহ সর্বমহলে সমানভাবে সমাদৃত।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি এ বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার মেহনতকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা আমাদেরকে ব্যাপকহারে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

বিনীত

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন

তাং ৪/৫/২০১০ ঈ. মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

আমাদের কথা

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের জীবন যাত্রায় এনে দিয়েছে অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। আকাশের নীলিমা থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত সবই আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। এক সময় যা মানুষের জন্য কল্পনা ছিল এখন তা বাস্তব। কিন্তু একথাও হয়ত অনেকের কাছে গোপন নয় যে, বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতা মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের ভিতকে করে দিয়েছে নড়বড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা।

বর্তমান ডাক্তারদের অনেকেই মানুষের উপর জিনের আছর ও যাদুর প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করেন। তাদের বক্তব্য হল, 'জিন ও যাদু বলতে কিছু নেই, এগুলো মানসিক সমস্যা।' অথচ ইহুদী শত্রু লবীদ ইবনুল আসম কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করার ঘটনা বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের তাফসীর অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই নাযিল হয়েছে সূরা নাস-ফালাক, আর জিনদের কথা কুরআনের বহু স্থানে এসেছে। ঊনত্রিশতম পারার ষষ্ঠ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুল জিন'।

অনুরূপভাবে মানুষের দৈহিক ও মানসিকসহ সব ধরনের রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত দু'আর বিরাট প্রভাব রয়েছে, একথাও ডাক্তাররা মানতে রাজী নন। তারা তাচ্ছিল্যভরে বলেন : ঝাড়ফুঁক আর পানিপড়া হচ্ছে মোল্লাদের সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া ও রুজী কামানোর ধান্দা।

অথচ সূরা বনী ইসরাঈলের বিরাশিতম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– "আমি কুরআন নাযিল করি, যা প্রতিষেধক ও মুমিনদের

জন্য রহমত।" সূরা হা মীম সিজদার চুয়াল্লিশতম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– "(হে নবী) আপনি বলুন, কুরআন ঈমানদারদের জন্য ব্যাধির প্রতিকার ও পথের দিশা।"

বুখারীর চিকিৎসা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে–

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

হাসান হুসাইনকে ঝাড়তেন এবং বলতেন, "তোমাদের পিতা ইব্রাহীম এ দু'আ পড়ে ইসমাঈল ও ইসহাককে ঝাড়তেন।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিব্রাঈল আমীন এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কী কষ্ট অনুভব করছেন?

তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

জিব্রাঈল আমীন তখন নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে রাসূল সা. কে ঝাড়লেন–

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ.

উপর্যুক্ত আলোচনার পর হয়ত কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, জিনের আছর, যাদুর প্রতিক্রিয়া, ঝাড়ফুঁক এবং পানিপড়া সবই সম্পূর্ণ শরীয়তসিদ্ধ বিষয়। একে অস্বীকার করা বা এতে সংশয় পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। যদি কেউ করে তাহলে সে যেন প্রকারান্তরে কুরআন-হাদীসকেই অস্বীকার করল, আর কেউ যদি কুরআনের একটি আয়াত বা হাদীসকে অস্বীকার করে, তাহলে যে সে ঈমানহারা হয়ে যাবে; এ ব্যাপারে

কোন আলেমকে দ্বিমত প্রকাশ করতে আদৌ শোনা যায়নি। আল্লাহ পাক সকলকে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের কুহেলিকা হতে বের করে প্রকৃত ঈমানের আলো দ্বারা সমৃদ্ধ করুন– এ দু'আই করি।

মোটেও বাড়িয়ে বলা নয়, একেবারে নির্জল সত্য কথা। আমি এ পর্যন্ত দু'আর অনেক বই পড়েছি, কিন্তু এরূপ প্রমাণসিদ্ধ ও চমৎকার বর্ণনাসম্পন্ন বই কখনো নজরে পড়েনি। এর অনুবাদক উদীয়মান তরুণ লেখক মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইনকে মুবারকবাদ দিই। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তার লেখনিকে আরো শাণিত করুন।

সচেতন পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন, প্রকাশনার জগত একটি জটিল জগত। আর বর্তমান কাগজ-কালির অগ্নিমূল্যের কথা বোধ করি সবারই জানা। তথাপি আমরা বইটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে করুণাময়ের কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন এর অসীলায় আমাদের সকলকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে কামিয়াবি দান করেন।

বিনীত

তাং ৪/৫/২০১০ ঈ.　　　　শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী

সূচীপত্র

এক

بِسْمِ اللّٰهِ

* যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার পূর্বে বলা।

ফযিলত : এক. মানুষের সঙ্গে শয়তানের খাওয়া বা রাতযাপন থেকে হেফাজত।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "মানুষ যখন নিজের ঘরে প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান স্বীয় সঙ্গীদেরকে বলে, এখানে তোমাদের জন্য রাতযাপন ও রাতের খানা কোনোটিরই সুযোগ নেই। আর যখন মানুষ আল্লাহর যিকির ছাড়া ঘরে প্রবেশ করে, তখন শয়তান স্বীয় সঙ্গীদেরকে বলে, এখানে তোমরা রাতযাপনের জায়গা পেয়ে গেছ। আর যখন খাওয়ার সময়ও আল্লাহর যিকির না করে তখন শয়তান স্বীয় সঙ্গীদেরকে বলে, তোমরা এখানে রাতযাপনের জায়গা এবং খাবার উভয়টাই পেয়ে গেছ। (মুসলিম-২০১৮)

দুই. শয়তানের ক্ষতি থেকে হেফাজত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আদম সন্তানের গুপ্তাঙ্গ ও জিনের চোখের মধ্যকার পর্দা হলো টয়লেটে যাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া। (তিরমিযী-৪৯৬)

স্মরণীয় :

উপরে বর্ণিত সবই হলো 'বিসমিল্লাহ'র ফযিলত ও বরকত। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের কাজ হলো সকল কাজে এবং সর্বাবস্থায় বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস গড়ে তোলা। যাতে কাজ বরকতপূর্ণ হয় এবং সাথে সাথে শয়তান থেকেও হেফাজত হয়।

দুই

آيَةُ الْكُرْسِى

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

* সকালে একবার, বিকালে একবার, রাতে ঘুমের সময় একবার এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার পড়া।

ফযিলত : এক. হেফাজতকারী ফেরেশতা নিয়োগ।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকায়ে ফেতরের দেখা-শুনা করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন। রাতে এক ব্যক্তি এসে উভয় হাত ভরে শস্য নিতে আরম্ভ করে। তাকে আমি হাতেনাতে ধরে বললাম, অবশ্যই তোমাকে আমি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। সে তখন বললো, আমি একজন গরীব লোক। আমার উপর পরিবার-পরিজনের বোঝা রয়েছে এবং আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : আবু হুরাইরা! গতরাতে তোমার কয়েদী কী করেছে?

আমি উত্তর দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার পরিবার-পরিজনের বোঝা ও অত্যন্ত অভাবগ্রস্ততার কথা শুনে আমার দয়া হয়েছে। ফলে তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি তখন বললেন : সাবধানে থেকো। সে তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছে, আবার আসবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদের কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলো যে, সে আবার আসবে।

সুতরাং আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। ঠিকই সে রাতে এসে আগের মতো দুই হাত ভরে শস্য নিতে লাগলো। আমি তাকে ধরে বললাম, তোমাকে আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন! আমি অভাবগ্রস্ত, আমার উপর পরিবার-পরিজনের বোঝা রয়েছে। আগামীতে আমি আর আসবো না। তার উপর আমার দয়া হলো, ফলে এবারও তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : আবু হুরাইরা! রাতে তোমার কয়েদীর কী হলো?

আমি উত্তর দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার কঠিন প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজনের বোঝার অভিযোগ করলো। সে জন্য তার উপর আমার মায়া হলো, তাই ছেড়ে দিলাম।

তিনি বললেন : সাবধানে থেকো। সে মিথ্যা বলেছে, আবার আসবে। সুতরাং আমি অপেক্ষায় রইলাম। ঠিকই সে রাতে এসে হাত ভরে শস্য নিতে লাগলো। আমি তাকে ধরে বললাম, অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যাবো। এই তৃতীয়বার এবং শেষ সুযোগ। তুমি অঙ্গীকার করেছিলে আগামীতে আসবে না, কিন্তু আবারো এসেছ। সে তখন বললো, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবো, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনার উপকার করবেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই বাক্যগুলো কী?

সে উত্তর দিলো, আপনি রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে নিবেন। এতে আপনার জন্য আল্লাহর তরফ হতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার নিকট আসবে না।

সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : তোমার গতরাতের কয়েদীর কী হলো?

আমি উত্তর দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে বললো, এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবে, যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। সে কারণে এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সেই বাক্যগুলো কী?

আমি উত্তর দিলাম, সে আমাকে বলেছে, আপনি রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে নিবেন। এতে আল্লাহর তরফ হতে আপনার জন্য একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান আপনার নিকট আসবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : মনোযোগ সহকারে শোন! যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলেছে। হে আবু হুরাইরা! তুমি জানো কি তিনরাত ধরে কার সঙ্গে কথা বলেছো?

আমি উত্তর দিলাম, না।

তিনি বললেন : সে ছিলো শয়তান। (বুখারী-২৩১১)

দুই. বেহেশ্‌তে যাওয়ার মাধ্যম।

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' তেলাওয়াত করবে, মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই তার জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায় হবে না। (সহীহুল জামে-৫/৩৩৯)

তিন. ঘর ও স্থান থেকে শয়তানকে দূরকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের একজনের জিনের সঙ্গে দেখা হলে জিন তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হলো। যুদ্ধে জিন হেরে গেলো।

তিনি তখন জিনকে বললেন : আমি দেখছি তুমি একেবারেই দুর্বল! তোমাদের জিন সম্প্রদায়ের সবাই কী তোমার মতো? নাকি তাদের মধ্য থেকে কেবল তুমিই এরূপ?

জিন বললো : কসম খোদার! না, বরং আমি তাদের মধ্যে শক্তিশালী একজন। কিন্তু যদি তুমি দ্বিতীয়বার আমার সঙ্গে কুস্তি কর, তাহলে তোমাকে আমি এমন জিনিস শিখিয়ে দেবো যার দ্বারা তুমি উপকৃত হবে।

তিনি বললেন : হ্যাঁ, ঠিক আছে। দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে কুস্তি করলেন।

জিন তখন বললো : {اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ} পড়। যে ঘরে তুমি এটা পড়বে, সে ঘর থেকে শয়তান গাধার ন্যায় বায়ু ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যাবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত সেখানে ঢুকবে না।

উপস্থিত সবাই প্রশ্ন করলো : হে আবু আব্দুর রহমান! কে সেই ব্যক্তি?

তিনি উত্তর দিলেন : তোমাদের কী উমর বিন খাত্তাব ছাড়া অন্য কারো কথা মনে হয়? (সুনানে দারেমী-২/৪৪৭-৪৪৮)

চার. রোগের প্রতিষেধক।

হযরত ওলীদ ইবনে মুসলিম রহ. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি গাছের ভেতর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না। তখন সে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে শয়তান নেমে আসলো।

সে ব্যক্তি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের ঘরে রোগী আছে, বলতো কী দিয়ে তার চিকিৎসা করবো?

শয়তান উত্তর দিলো : যে জিনিসের মাধ্যমে আমাকে গাছ থেকে নামিয়ে এনেছ। (লুকাতুল মারজান পৃষ্ঠা-১৫০)

তিন

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

{آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ* لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ}

* সন্ধ্যায় একবার, অথবা ঘুমের পূর্বে একবার, অথবা ঘরে একবার পড়া।

ফযিলত : এক. সবকিছুর জন্য যথেষ্ট।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে নিবে, এ দুই আয়াত তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী-৫০১৯)

দুই. তিন রাতের জন্য শয়তানকে ঘর থেকে দূরকারী।

হযরত নোমান বিন বশীর রা. হতে বর্ণিত. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব নাযিল করেছেন। উক্ত কিতাব হতে দু'টি আয়াত নাযিল করেছেন, যার উপর তিনি সূরা বাকারা শেষ করেছেন। এই দু'টি আয়াত যে ঘরে পড়া হবে, তিনরাত পর্যন্ত শয়তান সে ঘরের নিকটে আসবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম-১/৫৬২)

চার

সূরা ইখলাস এবং মু'আউওয়াযাতাইন

{ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اَللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ * {قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ * وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ إِذَاوَقَبَ * وَمِنْ شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَاحَسَدَ*} {قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلٰهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *}

* সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে তিনবার এবং প্রত্যেক নামাযের পর একবার পড়া।

ফযিলত : এক. সকল কিছুর জন্য যথেষ্ট।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. বলেন : প্রবল বৃষ্টি ও কঠিন অন্ধকারাচ্ছন্ন এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বের

হলাম আমাদের ইমামতি করার জন্য। খোঁজতে খোঁজতে তাঁকে পেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন : বল। আমি নীরব রইলাম। তিনি পুনরায় বললেন, বল। আমি নীরব রইলাম। তিনি আবার বললেন, বল। এবার আমি আরয করলাম, কী বলবো?

তিনি তখন বললেন : সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার তুমি পড়ে নাও।

قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*

এই সূরা তোমাকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবে।

(সহীহ তিরমিযী-৩/১৮৩)

দুই. জিন-ইনসানের চোখের অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা নাস-ফালাক নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন-ইনসানের চোখ লাগা হতে পানাহ চাইতেন। এ দুই সূরা নাযিল হওয়ার পর এ দু'টির উপর আমল শুরু করেন এবং বাকী সব ছেড়ে দেন।

(সহীহ মিরমিযী-২/২০৬)

পাঁচ

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ

* কোনো সংখ্যা নির্ধারিত না করে যত বেশি সম্ভব পড়া।

ফযীলত : এক. জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার।

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : আমি কী তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহ থেকে একটি ভাণ্ডারের সংবাদ দেবো না?

আমি আরয করলাম, অবশ্যই বলে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তখন আমাকে বললেন : لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ পড়। (মুসলিম-২৭০৪)

দুই. বিপদ থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে আশ্চর্য ফলদায়ক।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন : কঠিন কাজ সহজে উদ্ধার করা, কষ্ট-ক্লেশ হালকা করা, বাদশাহদের দরবারে প্রবেশের ডর-ভয় দূর করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনার ক্ষেত্রে এ কালিমার আশ্চর্য প্রভাব

রয়েছে। অনুরূপভাবে দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রেও এ কালিমার বিশাল প্রভাব রয়েছে। (ওয়াবিলুস্ সাইব পৃষ্ঠা-৯৮)

প্রখ্যাত মুসলিম সেনানায়ক হাবীব ইবনে সালামাহ্ রহ. শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় অথবা দুর্গ অবরোধ করার বেলায় لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ পড়াকেই প্রাধান্য দিতেন। একবার রোমের একটি দুর্গ ঘেরাও করে মুজাহিদরা এ কালিমা পড়ে তাকবীর দেয়ার সাথে সাথে দুর্গটি ধসে পড়ে।

(ওয়াবিলুস সাইব পৃষ্ঠা-৯৮)

তিন. সকল রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক; যার সর্বনিম্ন হলো চিন্তা।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ পড়বে, তার জন্য এটা নিরান্নব্বইটি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে; সর্বনিম্ন হলো চিন্তা দূর হয়ে যাবে। (মুসতাদরাকে হাকেম-১/৫৪২)

لاحول ولاقوة إلابالله এর উদ্দেশ্য হলো কোনো কল্যাণ অর্জন করা বা অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সম্ভব।

ছয়

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

* সকাল-বিকাল তিনবার পড়া।

ফযিলত :

এক. সকল প্রকার অনিষ্ট ও আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষাকারী।

হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

এ দু'আটি পড়বে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করবে না। অপর বর্ণনায় রয়েছে, হঠাৎ কোনো বিপদ তার উপর আসবে না। (সহীহ তিরমিযী-৩৩৮৫)

দু'আর অর্থ : আমি সেই আল্লাহর নামের (সাথে সকাল অথবা সন্ধ্যা করলাম) যাঁর নামের সাথে যমিন-আসমানের কোনো জিনিস ক্ষতি করে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজান্তা।

অভিজ্ঞতা :

হযরত উসমান রা. থেকে এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইব্বান ইবনে উসমান রা. এক সময় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন এক ব্যক্তি, যে তাঁর থেকে এ হাদীস শুনেছিলো। তাঁকে দেখতে এসে বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে! (সে যেনো চোখের ভাষায় বলতে চাচ্ছিলো, আপনিই তো আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস শুনিয়েছেন, তাহলে আপনি আবার কেমন করে এ রোগে আক্রান্ত হলেন?)

সাহাবী ইব্বান রা. লোকটিকে বললেন, তোমার কী হলো, এভাবে তাকিয়ে আছো? কসম খোদার। আমি উসমানের উপর মিথ্যা বলিনি, আর উসমান রা. ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা বলেননি। কিন্তু সত্য কথা হলো যেদিন আমি এ বিমারে আক্রান্ত হই, সেদিন কোনো কারণে অত্যধিক রাগান্বিত হয়েছিলাম। ফলে এ দু'আ পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। (সহীহ আবু দাউদ-৫০৮৮-৫০৮৯)

স্মরণীয় :

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল, অতিরিক্ত ক্রোধ কিংবা ভয়, চিন্তা, হাসি-কান্না ইত্যাদির বেলায় খুব বেশি উত্তেজিত ও আবেগপ্রবণ হওয়া মানুষের জন্য সমূহ অকল্যাণ ডেকে আনে। বিশেষ করে রাগ। এসব মুহূর্তে শয়তান উপস্থিত হয় এবং মানুষের ক্ষতি করে।

সাত

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

* সন্ধ্যায় তিনবার এবং কোনো স্থানে অবতরণ করে একবার পড়া।

ফযীলত : এক. বিচ্ছুর বিষনাশক।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে বিচ্ছুর দংশনে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : যদি তুমি সন্ধ্যায় –

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

এ দু'আটি পড়ে নিতে, তাহলে বিচ্ছু কখনো তোমার কোনো ক্ষতি করতো না। (সহীহ আবু দাউদ-৪২৪৪)

দু'আর অর্থ : আমি আল্লাহর সমস্ত কালেমা দ্বারা তাঁর সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অভিজ্ঞতা :

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সুহাইল রা. বললেন, আমাদের পরিবারের লোকেরা এ দু'আ মুখস্থ করে রেখেছিলো এবং প্রতিরাতে আমল করতো। এক রাতে এক মেয়েকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলো, কিন্তু সে কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব করলো না। (মুসলিম-২৭০৯)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ সংবাদ নির্ভুল এবং কথা সত্য। এর সত্যতা আমরা দলীল-প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসহ জেনেছি।

(সহীহ তিরমিযী-৩/১৮৭)

দুই. স্থানের সবপ্রাণীর ক্ষতি হতে হেফাজত।

হযরত খাওলা বিনতে হাকীম সুলামিয়া রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

এ দু'আ পড়বে; সেখানে অবস্থানকালে কোনো বস্তু তার ক্ষতি সাধন করবে না। (ফতুহাতুর রাব্বানিয়া-৩/৯৪)

আট

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

* সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পড়া।

ফযীলত : দুনিয়া-আখেরাতের চিন্তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় সাতবার এ দু'আ পড়বে, আল্লাহ

তা'আলা তার দুনিয়া-আখেরাতের সমুদয় চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

(মুসলিম-২৭০৮)

দু'আর অর্থ : আমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তাঁরই উপর আমি ভরসা করলাম, তিনিই মহান আরশের মালিক।

নয়

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ.

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় একবার পড়া।

ফযিলত : তিনটি বিষয়ের জন্য বড় কার্যকর।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়ে, তাকে বলা হয় অর্থাৎ ফেরেশতা বলে, তোমার কাজ সমাধা করে দেয়া হয়েছে। সমস্ত অকল্যাণ হতে তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যায়। (যাদুল মা'আদ-২/৩৭৬)

আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, এ দু'আ পড়ার পর তাকে বলা হয়, তোমাকে পূর্ণরূপে পথ দেখানো হয়েছে, তোমার কাজ সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে, তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যায়।

সে সময় এক শয়তান আরেক শয়তানকে বলে, ঐ ব্যক্তিকে কীভাবে তুমি বাগে আনবে, যাকে পথ দেখানো হয়েছে, যার কাজ সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে এবং যাকে রক্ষা করা হয়েছে? (তিরমিযী-৩৪২২)

দু'আর অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, তাঁর উপরই আমার সকল ভরসা। কোনো কল্যাণ পাওয়া অথবা কোনো অকল্যাণ হতে বেঁচে থাকা একমাত্র তাঁর হুকুমেই সম্ভব হতে পারে।

দশ

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

* সকাল-সন্ধ্যায় দশবার, দৈনিক একশবার বা তার চেয়ে বেশি, আর বাজারে ঢুকার সময় একবার পড়া।

ফযিলত :

এক. বড় রক্ষাকবচ ও বিরাট সওয়াব।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এ দু'আটি দশবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একশত নেকী দান করবেন। তার একশত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন, একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব দান করবেন এবং ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে হেফাজত করবেন। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় এ দু'আ পড়বে, সেও এ সমস্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। (আবু দাউদ-৫০৯৫)

অপর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি দিনে একশবার পড়বে, সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লাভ করবে, একশত নেকী অর্জন করবে, একশত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে হেফাজতে থাকবে এবং ঐ দিন সে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী সাব্যস্ত হবে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি তার চেয়েও বেশি পড়ে। (মুসনাদে আহমদ-৪/৬০)

দু'আর অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

দুই. বাজারে প্রবেশকালে আল্লাহর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নেকীর ব্যবসা!

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে–

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ

وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

এ দু'আ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মুছে দিবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করে দিবেন।

অপর বর্ণনায় আছে, তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দিবেন।

(মুসলিম-২৬৯১)

দু'আর অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব এবং ক্ষমতা তাঁরই, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই, সকল কল্যাণ তাঁর হাতে, তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হাকীম রহ. বলেন : আমি খোরাসানে গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার দায়িত্বশীল কুতাইবা বিন মুসলিমের দরবারে হাজির হয়ে বললাম, আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি এবং তাঁকে এ হাদীস শোনালাম। এরপর থেকে তিনি দৈনিক নিজ বাহনে আরোহণ করে বাজারে যেতেন এবং এ দু'আ পড়ে ফিরে আসতেন!

প্রিয় পাঠক! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, এ ছোট আমলের জন্য এতো বিরাট পুরস্কার! কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক দাতা। তাঁর দান সর্বব্যাপী। এটা তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণা যে, বাজারে গিয়ে তাঁর সাথে ব্যবসা করা অন্যদের সঙ্গে ব্যবসা করার তুলনায় অনেকগুণ বেশি লাভজনক। যাতে বান্দা দুনিয়ার ব্যবসায় ডুবে আপন স্রষ্টাকে ভুলে না যায়। এ জন্যই শয়তান প্রাণান্ত চেষ্টা করে বাজারের লোকদের উপর নিজের কর্তৃত্ব চালানোর জন্য। যে কারণে যত রকম মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা খেয়ানত হৈ-হুল্লোড় সব বাজারেই হয়।

হযরত আবু উসমান রহ. হযরত সালমান রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে বাজারে সর্বাগ্রে প্রবেশকারী এবং সর্বশেষে প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কেননা বাজার শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে সে পতাকা স্থাপন করে। (তিরমিযী-৩৪২৪)

হযরত কায়েস ইবনে আবু গারযা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। আমরা দালালী করতাম। তিনি এসে বললেন : হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায়ে শয়তান হাজির হয় ও গুনাহ হয়ে থাকে। কাজেই ব্যবসা করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বিশেষভাবে সদকাও কর। (মুসলিম-২৪৫১)

এগারো

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

* মসজিদে প্রবেশের সময় একবার পড়া

ফযিলত : শয়তানের ক্ষতি থেকে হেফাযত

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে এ দু'আ পড়তেন–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

যখন এ দু'আ পড়া হয় তখন শয়তান বলে, সে সারা দিনের জন্য আমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো। (তিরমিযী-১২০৮)

দু'আর অর্থ : আমি মহান আল্লাহ, তাঁর দয়াময় সত্তা ও তাঁর চিরস্থায়ী বাদশাহীর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান হতে।

বারো

এস্তেগফার

তন্মধ্যে রয়েছে سيد الإستغفار এবং –

أَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِيْ لَاإِلٰهَ إِلَّاهُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

* পরিমাণ নির্ধারিত ছাড়া যত বেশি সম্ভব পড়া।

ফযিলত :

এক. শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার বড় হাতিয়ার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি পড়বে,

أَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِيْ لَاإِلٰهَ إِلَّاهُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও সে জিহাদের ময়দান হতে পলায়নকারী হয়। (আবু দাউদ-৪৬৬)

অর্থ : আমি সেই মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী এবং তাঁরই নিকট আমি তওবা করছি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সাইয়্যেদুল এস্তেগফার (অর্থাৎ মাগফেরাত চাওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি) তুমি এইভাবে বলবে –

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَاإِلٰهَ إِلَّاأَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لَايَغْفِرُالذُّنُوْبَ إِلَّاأَنْتَ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দৃঢ়

বিশ্বাস নিয়ে দিনের যে কোনো অংশে এ এস্তেগফার পড়বে, সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায়, তাহলে জান্নাতবাসী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি রাতের কোনো অংশে এ এস্তেগফার পড়ে আর সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়, তাহলে সেও জান্নাতবাসী হবে। (তিরমিযী-৫/৫৬৯)

অর্থ : আয় আল্লাহ! আপনিই আমার রব, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা, আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আমি নিজের কৃত বদ আমল হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর আপনার যে সব নেয়ামত রয়েছে তা স্বীকার করছি এবং স্বীয় গুনাহের স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ভিন্ন কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারে না।

দুই. আযাব হতে নিরাপত্তা।

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির জন্য যমিনের বুকে দু'টি নিরাপত্তা ছিলো। দুটির একটি উঠে গেছে আরেকটি অবশিষ্ট আছে, তোমরা সেটাকে আঁকড়ে ধর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "(হে নবী!) আপনি তাদের ভেতর থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না এবং তারা এস্তেগফার করতে থাকলেও তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না"। (বুখারী-৭/১৫০)

তিন. চিন্তা থেকে মুক্তি, বৃষ্টি বর্ষণ এবং সম্পদ ও সন্তানাদি অর্জন।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমের ভেতর এস্তেগফার ও তওবার প্রতিক্রিয়া বয়ান করার ক্ষেত্রে বলেছেন : "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (সূরা আনফাল-৩৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নিয়মিত এস্তেগফার করতে থাকে আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক অসুবিধায় মুক্তির পথ করে দেন। তাকে দুশ্চিন্তা হতে নাজাত দেন এবং কল্পনাতীত স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করেন।

(সূরা নূহ-১০-১২)

তেরো

রাসূল সা.-এর উপর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়া

* সকালে দশবার, বিকালে দশবার, আর বেশির কোনো সীমা নেই।

ফযিলত :

এক. চিন্তা থেকে মুক্তি এবং গুনাহ্ মার্জনা।

হযরত উবাই বিন কা'ব রা. বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করতে চাই। কাজেই আমি আমার দু'আ ও যিকিরের সময় হতে দরূদের জন্য কত সময় নির্দিষ্ট করবো?

তিনি উত্তর দিলেন : যে পরিমাণ তুমি চাও।

আমি বললাম : এক চতুর্থাংশ সময়?

তিনি উত্তর দিলেন : তুমি যা চাও। তবে যদি আরো বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে।

আমি বললাম : তাহলে কি অর্ধেক করবো?

তিনি উত্তর দিলেন : তুমি যা পছন্দ কর। তবে যদি আরো বেশি কর, তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে।

আমি বললাম : তাহলে দুই তৃতীয়াংশ করি।

তিনি উত্তর দিলেন : যে পরিমাণ তুমি ইচ্ছা কর। তবে যদি আরো বেশি কর, তবে তা তোমার পক্ষে উত্তম হবে।

আমি বললাম : তাহলে আমি আমার সম্পূর্ণ সময় আপনার উপর দরূদ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করবো।

তিনি তখন বললেন : তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সব চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার গুনাহও মুছে দিবেন। (আবু দাউদ-২/৮৫)

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ লাভ।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে। (তিরমিযী-৭/১৫২)

* সর্বোত্তম দরূদ হলো দরূদে ইব্‌রাহীমী অর্থাৎ নামাযের ভেতর যে দরূদ পড়া হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

সর্বনিম্ন দরূদ– صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

চৌদ্দ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

* যে কোনো জিনিস সংরক্ষণের ইচ্ছা হয় তার উপর একবার পড়া।

ফযিলত :

ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি চুরি ও যে কোনো দুর্ঘটনা থেকে হেফাজত

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কোনো জিনিস যখন আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়, তিনি নিশ্চয়ই সেটা হেফাজত করেন। (সহীহ তারগীব-৬৫৯)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে কেউ সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তার উচিত যাদেরকে রেখে যাচ্ছে তদের জন্য এ দু'আ পড়া। (মুসনাদে আহমদ-৫৬০৫)

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

দু'আর অর্থ : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখছি, যিনি তাঁর নিকট গচ্ছিত জিনিস বিনষ্ট করেন না।

এই সংরক্ষণ শুধু সফরের ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক। এর ফলে পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদসহ সবকিছুই জিন-ইনসানের অনিষ্ট হতে হেফাজতে থাকবে। এর মাধ্যমে একথাই প্রকাশ পায় যে, বান্দা ছোট-বড় সকল কাজেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

পনেরো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

* কোনো বিপদগ্রস্তকে দেখে নিঃশব্দে একবার পড়া।

ফযিলত :

সম্পদ, সন্তান প্রভৃতি বিপদ-দুর্যোগ হতে হেফাজত থাকবে

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্তকে দেখে এ দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

সে সারা জীবন ঐ বিপদ হতে নিরাপদে থাকবে।(মুসনাদে আহমদ-২/৪০৩)

দু'আর অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর নিমিত্ত যিনি আমাকে সেই অবস্থা হতে নিরাপত্তা দান করেছেন, যেই অবস্থায় তোমাকে লিপ্ত করেছেন এবং তিনি আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

এই সংরক্ষণ সকল বিপদের বেলায় প্রযোজ্য। আপনি কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে দেখলে এ দু'আ পড়ে নিন, যাতে দয়াময় আল্লাহ আপনাকে উক্ত পীড়া থেকে নিরাপদে রাখেন। যদি দেখেন কারো সন্তান বিপথে চলে গেছে, তাহলে উপহাস-তিরস্কারের ক্লেদাক্ত পথে না চলে, আপনি বরং এ দু'আ পড়ুন, যেনো আপনার সন্তানকে মহান আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন। অনুরূপভাবে যদি কোনো সড়ক দুর্ঘটনা দেখেন বা শুনতে পান যে, অমুক ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাহলেও এ দু'আ পড়ুন। এভাবে সর্বক্ষেত্রে পড়া।

কোনো বিপদগ্রস্তকে দেখে মূর্খ লোকদের মতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও

সমালোচনার কালো পথ না মাড়িয়ে এ দু'আ পড়ার সাথে সাথে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজে সতর্ক হয়ে চলা, যাতে সে রকম ভুল আমার দ্বারা সংঘটিত না হয়। পাশাপাশি তাকে উপদেশ দেয়া ও সাধ্যানুযায়ী তার সাহায্য-সহযোগিতা করা। কেননা যেমনিভাবে দু'আ পড়লে বিপদ হতে রক্ষা হয়, তেমনিভাবে বিপদগ্রস্তদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে অনেক সময় সে বিপদে নিজেকেই নিপতিত হতে হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তুমি আপন ভাইয়ের কোনো বিপদের উপর আনন্দ প্রকাশ করো না। কারণ, হতে পারে আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিপদ হতে মুক্তি দিয়ে দিবেন, আর তোমাকে সে বিপদে নিপতিত করবেন। (মুসনাদে আহমদ-৫৬০৫)

হাদীসের ভেতর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'শামাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হলো কাউকে এমন গুনাহের কথা বলে লজ্জা দেয়া, যে গুনাহ থেকে সে তওবা করে ফেলেছে। অথবা কারো দৈহিক গঠন বা কথা বলা ও চলার ধরন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। এটা খুবই মারাত্মক অপরাধ, যা থেকে কেবল বুদ্ধিমানেরাই বাঁচতে পারে।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আপন ভাইকে এমন কোনো গুনাহের উপর লজ্জা দিলো, যে গুনাহ হতে সে তওবা করেছে, তাহলে সে ব্যক্তি ঐ গুনাহে লিপ্ত না হওয়া অবধি মৃত্যুবরণ করবে না। (তিরমিযী-২৫০৬)

ষোল

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ، وَاَنْتَ تَهْدِيْنِىْ، وَاَنْتَ تُطْعِمُنِىْ، وَاَنْتَ تَسْقِيْنِىْ، وَاَنْتَ تُمِيْتُنِىْ، وَاَنْتَ تُحْيِيْنِىْ.

* সকাল-সন্ধ্যায় একবার পড়া।

ফযিলত : যে কোনো দু'আ কবুলের মাধ্যম।

হযরত হাসান রহ. বলেন : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন হাদীস শোনাবো না, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে অনেকবার শুনেছি এবং হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. এর নিকট থেকেও অনেকবার শুনেছি?

আমি বললাম : হ্যাঁ, অবশ্যই শোনাবেন।

তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ، وَاَنْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَاَنْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَاَنْتَ تَسْقِيْنِيْ، وَاَنْتَ تُمِيْتُنِيْ، وَاَنْتَ تُحْيِيْنِيْ.

পড়বে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যা সে চাবে; আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দিবেন।

দু'আর অর্থ: আয় আল্লাহ! আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই আমাকে হেদায়াত দান করবেন, আপনিই আমাকে খাওয়ান, আপনিই আমাকে পান করান, আপনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন, আপনিই আমাকে জীবিত করবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. বলেন: হযরত মুসা আ. প্রতিদিন সাতবার এ কালেমাগুলোর দ্বারা আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এবং যাই তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন, আল্লাহ তা'আলা তাই তাকে দান করতেন।

(সূত্র: মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-১/১৬০)

সতেরো

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

* সকাল-সন্ধ্যায় একবার পড়া।

ফযিলত: সকল প্রকার নিরাপত্তা লাভ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল সন্ধ্যা কখনো এ দু'আটি পড়া বাদ দিতেন না–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

দু'আর অর্থ: আয় আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা চাচ্ছি। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং নিজের দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করছি। আয় আল্লাহ! আপনি আমার দোষসমূহকে ঢেকে রাখুন এবং আমাকে ভয়-ভীতির জিনিস থেকে নিরাপত্তা দান করুন। আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে অগ্র-পশ্চাত, ডান-বাম ও ওপর দিক থেকে রক্ষা করুন। আর আমাকে নিচের দিক থেকে অতর্কিত ধ্বংস করে দেয়া হয়; ইহা থেকে আপনার আজমতের আশ্রয় গ্রহণ করছি। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৭৪)

আঠারো

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

*** যে কোনো পেরেশানীর সময় পড়া।**

ফযিলত: পেরেশানী থেকে মুক্তি লাভ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশানীর সময় এ দু'আ পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

দু'আর অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি অতি মহান ও ধৈর্যশীল, (গুনাহের ওপর সঙ্গে সঙ্গে ধর পাকড় করেন না।) আল্লাহ

তা'আলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি আরশে আযীমের রব, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি আসমান ও যমীনসমূহের এবং সম্মানিত আরশের রব। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩৪৬)

উনিশ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

* সকাল-সন্ধ্যায় একবার পড়া।

ফযিলত: ঋণ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসলেন। তাঁর দৃষ্টি একজন আনসারী সাহাবীর ওপর পড়লো, যাঁর নাম ছিলো আবু উমামা। তিনি ইরশাদ করেন: হে আবু উমামা! কি ব্যাপার আমি তোমাকে নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে (পৃথকভাবে) বসে থাকতে দেখছি? হযরত আবু উমামা রাযি. আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমাকে ঘিরে রেখেছে। তখন তিনি ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিবো না? যখন তুমি তা পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। হযরত আবু উমামা রাযি. আরজ করেন, অবশ্যই শিখিয়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তখন ইরশাদ করেন: সকাল-বিকাল এ দু'আ পড়–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন: আমি সকাল-বিকাল এ দু'আ পড়ালাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার সমস্ত ঋণও পরিশোধ করে দিলেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৫৫)

দু'আর অর্থ: আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি ফিকির ও চিন্তা হতে, অসহায়তা ও অলসতা হতে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে। অনুরূপভাবে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া থেকে এবং আমার ওপর লোকদের চাপসৃষ্টি হওয়া থেকে।

বিশ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

*** দুঃস্বপ্ন দেখলে একবার পড়া।**

ফযিলত: ক্ষতি থেকে হেফাজত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় ঘাবড়িয়ে যায়; তখন এ কালিমা গুলো পড়বে–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

উপরিউক্ত কালিমাগুলো পড়লে, সে স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. তাঁর (নিজ খান্দানের) যে সমস্ত শিশুরা বুঝমান হতো, তাদেরকে এ দু'আ শিখিয়ে দিতেন, আর অবুঝ শিশুদের জন্যে এ দু'আ লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫২৮)

দু'আর অর্থ: আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের অসীলায় তাঁর গোস্বা হতে, তাঁর আযাব হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে এবং শয়তান আমার নিকট আসা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

একুশ

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، اَسْئَلُكَ اَلَّا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّاغَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَاحَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَالِيْ يَاأَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

* দুনিয়া-আখেরাতের যে কোনো প্রয়োজনে পড়া।

ফযিলত: প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই লাভ হবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা আসলামী রাযি. বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, উহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সাথে হোক কিংবা মাখলুকের সাথে হোক, তার উচিত অযু করে দুই রাকাত নামায পড়া। অতঃপর এইভাবে দু'আ করা–

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، اَسْئَلُكَ اَلَّا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّاغَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَاحَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَالِيْ يَاأَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

এ দু'আর পর দুনিয়া-আখেরাত সম্পর্কে যা ইচ্ছা চাবে, তা অবশ্যই পাবে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৪৮)

দু'আর অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি বড়ো ধৈর্যশীল, অতীব দয়াবান। তিনি সকল দোষ হতে পবিত্র, আরশ আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে; যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ওই সকল জিনিস চাচ্ছি যা আপনার রহমতকে আবশ্যক করে এবং যা দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হয়ে যায়। আমি আপনার নিকট সকল নেক কাজ থেকে অংশ এবং সকল গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার নিকট এটাও চাই যে, আমার কোনো অপরাধকেই আপনি ক্ষমা ব্যতীত ছেড়ে দিবেন না। আর আমার কোনো চিন্তাকেও আপনি দূর করা ব্যতীত ছেড়ে দিবেন না এবং আমার যে কোনো প্রয়োজন যা আপনার সন্তোষ লাভের কারণ হয়; অপূর্ণ রাখবেন না।

বাইশ

ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করা

* প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে।

ফযিলত :

হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করলো সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেলো। সুতরাং আল্লাহ যেনো নিজ দায়িত্বের কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা তিনি নিজ দায়িত্বের কোনো বিষয় সম্পর্কে যার বিপক্ষে বাদী হবেন, তাকে তিনি ধরবেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী-২৫০৫)

হাদীসের মর্ম হলো, যে একমাত্র আল্লাহর জন্য সময় মত ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করলো সে আল্লাহর নিরাপত্তার ভেতর থাকবে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জায়গায়। এমন ব্যক্তিকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয় বা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহ পাক তার পক্ষ হয়ে দুষ্কৃতকারীর প্রতিশোধ নিবেন। আর আল্লাহ যদি কারো প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে তার ঠিকানা যে জাহান্নামে হবে এ কথা সহজেই অনুমেয়।

তেইশ
গোপনে-প্রকাশ্যে সদকা করা

* সব সময়।

ফযিলত :

এক. বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার বড় মাধ্যম।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নেক কাজ খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচায় এবং বিপদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। (সহীহ মুসলিম-২/১২৫)

দুই. আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : গোপনে সদকা করা আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে ঠাণ্ডা করে দেয়। (সহীহুল জামে-২/৩৭৯৫)

তিন. রোগের চিকিৎসা।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সদকার মাধ্যমে তোমরা রোগীদের চিকিৎসা কর।

(মুজামুস্ সগীর-২/১০৩৩)

হযরত ইবনুল হাজ্ব রহ. বলেন : সদকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোগীর নিজের কাছে স্বীয় জীবনের মূল্য অনুযায়ী আল্লাহর কাছ থেকে নিজের জীবনকে কিনবে। সদকার ফলাফল অবধারিত। কারণ, সংবাদদাতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সত্যবাদী, তেমনি যার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন, সে আল্লাহ পাকও অপার দয়াবান ও অনুগ্রহশীল। সুতরাং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে রোগের গুরুত্ব অনুপাতে সুস্থতার নিয়তে সদকা করে দেখুন আল্লাহর ওয়াদা কেমন !! (সহীহুল জামে-১/৩৩৫৮)

বাস্তব সত্য হলো 'বান্দা আল্লাহর দরবারে যে পরিমাণ দু'আ, কান্নাকাটি করে তার জন্য আল্লাহর তরফ হতে সে পরিমাণই সাহায্য আসে।'

(আলমাদখাল লিইবনিল হাজ-৪/১৪১-১৪২)

আর এ কথাও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, বান্দার রিযিকও তার দান এবং

ব্যয়ের অনুসারে এসে থাকে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর ঘটনাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

এক মিসকীন এসে তাঁর কাছে সওয়াল করলো। সেদিন তিনি ছিলেন রোযাদার। ঘরে একটি রুটি ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। সে সওয়াল করলে তিনি বাঁদীকে ডেকে বললেন, ওকে রুটিটি দিয়ে দাও।

বাঁদী বললো : আপনার ইফতার করার জন্য কিছু নেই! তিনি বললেন : দিতে বলছি, দিয়ে দাও।

বাঁদীর কথা : তাঁর নির্দেশমত রুটিটি আমি মিসকীনকে দিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় ইফতারের সময় হলে এমন একজন আমাদের জন্য ভুনা বকরী ও রুটি হাদিয়া নিয়ে আসলো, যে ইতোপূর্বে কখনো আমাদের হাদিয়া দেয়নি। তিনি তখন আমাকে ডেকে বললেন : 'এখান থেকে খাও, এটা তোমার রুটি থেকে উত্তম।' (সহীহুল জামে-১৯৫২)

চব্বিশ

গুনাহ থেকে দূরে থাকা

* সর্ব সময়

ফযিলত :

বিপদ আসার প্রতিবন্ধক ও পতিত বিপদ মুক্তির বড় মাধ্যম।

আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যতার প্রভাব বয়ান করতে যেয়ে বলেছেন : "জনপদের অধিবাসীগণ যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক-২/৯৯৭)

অপর দিকে গুনাহ্-অবাধ্যতার প্রভাব ও পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : "আল্লাহ্ তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন।" (সূরা আনফাল-৯৬)

হযরত সাউবান রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই গুনাহ করার কারণে মানুষ রুজী হতে বঞ্চিত হয়।

(সূরা আলে ইমরান-১১)

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : অতিরিক্ত পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত না হলে মানুষ ধ্বংস হয় না।
(ইবনে হিব্বান-৮৭২)

পঁচিশ

চোখ লাগা হতে হেফাজত

যার উপর চোখ লাগার ভয় আছে, তার করণীয় হলো বেশি সাজগোছ করা থেকে দূরে থাকা। বিশেষ করে লোক সমাগমের জায়গায় যেমন : মার্কেট, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। কারণ এসব স্থানে ভালো-মন্দ সব ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা সাজাগোছ বেশি করে তাদের উপরই নজর লাগে।

ইমাম বগভী রহ. উল্লেখ করেছেন : হযরত উসমান রা. সুদর্শন চেহারার এক শিশুকে দেখে তার অভিভাবককে বললেন : 'ওর থুতনীর নিচে ছোট্ট একটা ছিদ্র করে কালো করে দাও।" (আবু দাউদ-৪৩৪৭)

ছাব্বিশ

শয়তানদের ছড়িয়ে পড়ার সময় শিশুদের হেফাজত করা

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা সন্ধ্যা হয়ে যায়, তখন তোমরা শিশুদের বাইরে যেতে দিও না। কেননা সে সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় পার হয়ে গেলে ওদেরকে ছেড়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। (শহরুস্ সুন্নাহ-১৩/১১৬)

বিপদ ও দুর্যোগের ভেতর হিকমত এবং সে সময়ের করণীয়

বিপদ-বালাই, দুর্যোগ, মহামারী হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহর মহাজাগতিক অদৃষ্টবাদের বিধান। তিনি ইরশাদ করেছেন : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে

ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-শস্যের কোনো একটির অভাবের দ্বারা পরীক্ষা করবো এবং আপনি ঐসব ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন।

(জামেউস সহীহ-৩৩০৪)

আলাই-বালাই আল্লাহর তরফ হতে মুমিন-কাফের উভয়ের উপর আসে। তবে সেটা মুমিন বান্দার জন্য শাস্তির সাথে সাথে রহমতও। কারণ, এর দ্বারা তার আখেরাতের শাস্তি হালকা করা হয়। অথবা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অথবা তার মর্তবা বৃদ্ধি পায়, অথবা তার ঈমান ও সবরের পরীক্ষা হয়।

অপরদিকে কাফেরের জন্য তার কুফুরী ও নাফরমানির সাজা হয়ে থাকে।

যাই হোক বুদ্ধিমানের পরিচয় হলো এর পরিণাম আল্লাহর তাকদীরের উপর সোপর্দ করা। কখনো তিনি এক সম্প্রদায়কে বিপদে ফেলেন, অথচ অন্য সম্প্রদায় আরো বেশি অপরাধে লিপ্ত। কখনো আবার মুমিনকে পরীক্ষায় ফেলেন, কাফেরকে ঢিল দেন। অথবা কাফেরদেরকে তাদের সৎ কাজের প্রতিদান হিসেবে দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। কাজেই আমাদের সসীম জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর অসীম কুদরতের হিকমত জানা অসম্ভব।

সার কথা হলো, আপদ-বালাইয়ের মূল কারণ বান্দার পাপ, অবাধ্যতা ও কুফুরী। এর উপর কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি তাদেরকে কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (বাকারা-৫৫)

হযরত উরস ইবনে আমীরাহ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের ভুলের কারণে সকলকে আযাব দেন না। অবশ্য ঐ অবস্থায় সকলকে আযাব দেন, যখন হুকুম পালনকারীগণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যায়কারীদেরকে বাঁধা না দেয়।

(রুম-৪১)

মুমিন ও সৎ লোকদের বিপদে পতিত হওয়ার ভেতর হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে

এক. তার ঈমানদারীর আলামত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়?

তিনি উত্তর দিলেন : নবীগণ। এরপর নেককারগণ, এরপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী। এভাবে তাদের পর যারা তাঁরা। দীনের মজবুতী হিসাবেই মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যদি দীনের উপর বেশি মজবুত থাকে তাহলে সে হিসাবে পরীক্ষাও কঠিন আসে, আর যদি দীনের উপর শিথিল থাকে, তাহলে পরীক্ষাও হালকা হয়। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-৭/৫২৮)

দুই. বান্দা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার নির্দশন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ পাক যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন।

(তিরমিযী-২৩৪০)

তিন. আল্লাহ বান্দার কল্যাণ কামনার নিদর্শন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার মঙ্গল চান, তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দিয়ে দেন, আর তিনি যখন বান্দার অমঙ্গল চান; তখন তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেন না, যাতে আখেরাতে তার শাস্তি কঠিন হয়। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-৩/১১)

চার. বান্দার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, যদিও সেটা হালকা হয়।

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন কোনো মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হয়, অথবা তার চেয়েও কম কষ্ট পায়, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তার জন্য একটি মর্যাদা লিখে দেয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (তিরমিযী-২৩৩৮)

পরীক্ষা কখনো ভালোর মাধ্যমে হয়। যেমন– সম্পদ বৃদ্ধি। কখনো আবার হয় মন্দের মাধ্যমে, যেমন – ক্ষুধা, অসুস্থতা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি।" (মুসলিম-৬৫৬১)

আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী পরীক্ষা আসলে সে সময় মুসলমানের করণীয় :

এক. সবর করা। কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ বা অভিযোগ না করা, সেই সাথে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া–

إِنَّالِلّٰهِ وَإِنَّاإِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো বান্দা যখন বিপদে পতিত হয়, আর এ দু'আ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উক্ত মসীবতের উপর সওয়াব দান করেন এবং হারানো জিনিসের বিনিময়ে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করেন। উম্মে সালামাহ রা. বলেন, যখন হযরত আবু সালামাহ রা. এর ইন্তেকাল হয়ে গেলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যেভাবে দু'আ পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন, ওইভাবে দু'আ পড়লাম। ফলে আল্লাহ্ আমাকে আবু সালামাহ হতে উত্তম বদলা দান করলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে স্বামী হিসাবে পেলাম।

(সূরা আম্বিয়া-৩৫)

দুই. রেজাবিল কাযা, অর্থাৎ আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। কারণ, কোনো হিকমত ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তিনি পরীক্ষায় ফেলেছেন। এর উপর শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে।

তিন. শোকর আদায় করা। এটা হলো আল্লাহর কাছে বান্দার আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম স্তর। কারণ, এ অবস্থায় সে একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রশংসা করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সর্বপ্রথম যাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে, তারা ঐ সকল লোক; যারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করেছে। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-৭/৪০৪)

সবর, রেজাবিল কাযা এবং শোকর এগুলো হলো তাকদীরের ভালো-মন্দ ও আল্লাহর হিকমতের উপর পরিপক্ক ও শক্ত ঈমানের নিদর্শন। কেননা হাদীসে এসেছে, "প্রত্যেক বস্তুর একটি হাকীকত আছে। কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না হবে যে, যেসব অবস্থা তার উপর এসেছে, তা আসতই, আর যেসব অবস্থা তার উপর আসেনি; তা কখনোই আসত না।" (মুসলিম-২১২৭)

চার. শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় বিপদ মুক্তির জন্য চেষ্টা-তদবীর করা, যেমন - আল্লাহর নিকট তওবা করা। কারণ, যেমন গুনাহর ফলে বিপদ আসে, তেমনি আল্লাহর নিকট কৃত গুনাহ হতে তওবা করলে বিপদ কেটে যায়।

কবুলের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ ও কান্নাকাটি করা, তাড়াহুড়া না করা, তাড়াহুড়ার মানে হলো এরূপ কথা বলা যে, আমি অনেক দু'আ করেছি, কিন্তু আল্লাহ আমার ডাক শোনেননি।

সকাল-সন্ধ্যার নিয়মিত যিকির ও দু'আগুলো পড়া। এর দ্বারা হয়তো বিপদ পুরো কেটে যাবে অথবা হালকা হবে।

আমাকে খুব ভালো করে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর হুকুমে এসব যিকির-আযকার ও দু'আর ফলাফল কম-বেশি হবে দুই কারণে—

এক. এ কথার উপর স্থির বিশ্বাস রাখা যে, এটা হক্ক ও সত্য এবং আল্লাহর হুকুমে উপকারী।

দুই. খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া। কারণ, এগুলো দু'আ, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : উদাসীন মনের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না।

বিপদ মুক্তির জন্য সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো অসুখ হতে সুস্থতা অর্জনের নিয়তে কুরআন তেলাওয়াত করা। কুরআনের প্রতিটি আয়াতই শেফা। উদাহরণস্বরূপ –

সূরা ফাতেহা পড়া

* একবার অথবা তিনবার, অথবা সাতবার অথবা তার চেয়ে বেশি, সর্ব রোগের নিরাময়ের জন্য।

ফযিলত :

এক. বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চিকিৎসা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের একদল সফরে বের হলেন। সফরকালে তাঁরা আরবের কোনো এক এলাকায় যাত্রা বিরতি দিলেন। সে এলাকার লোকদের কাছে তাঁরা মেহমানদারির আবেদন করলেন, কিন্তু তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে সাহাবীদের কাফেলা সেখানে অবস্থানকালেই তাদের গোত্রপতিকে বিচ্ছু দংশন করে। তাঁর চিকিৎসার জন্য তারা অনেক চেষ্টা-তদবীর করে বিফল হয়। তখন তাদের একজন বললো, তোমরা যদি এই নবাগত পথিকদের কাছে যেতে, হতে পারে তাঁদের কেউ কিছু জানে।

লোকটির কথা অনুযায়ী এলাকার লোকজন সাহাবীদের কাছে এসে বললো, হে কাফেলার যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা তাঁর চিকিৎসার জন্য বহু চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। তোমাদের মধ্যকার কেউ কি এ বিষয়ে কিছু জানো?

সাহাবীদের একজন তখন বললেন, হ্যাঁ, আমি জানি। খোদার কসম! আমি ঝাড়ফুঁক জানি। কিন্তু আগে চুক্তি কর আমাদের কী দেবে? কারণ, আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারী চেয়েছিলাম, তা করনি। তখন তাদের সঙ্গে একপাল বকরির চুক্তি হলো।

অতঃপর সে সাহাবী তাদের সঙ্গে গিয়ে সূরা ফাতেহা অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.. পড়তে থাকলেন এবং রোগীর গায়ে থুথু দিতে লাগলেন। এভাবে

কিছুক্ষণ পড়ার পর সরদার সুস্থ হয়ে উঠলো। কেমন যেনো এখুনি তাঁকে শৃঙ্খল মুক্ত করা হলো। (হাকেম-১/৫০২)

দুই. পাগলের চিকিৎসা।

হযরত খারেজা স্বীয় চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার হতে ফিরে আসার পথে আরবের এক গ্রামে পৌঁছলে তারা আমাদের বললো, আমরা জানতে পেরেছি আপনারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। অতএব আপনাদের কারো নিকট কী কোনো ঔষধ বা রোগ নিরাময়কারী কিছু আছে? কারণ, আমাদের এখানে শৃংখলাবদ্ধ এক পাগল আছে।

আমরা উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আছে। তখন তারা শৃংখলাবদ্ধ এক পাগলকে নিয়ে এলো। তিনি বলেন, আমিই তখন লাগাতার তিনদিন সকাল-বিকাল সূরা ফাতেহা পড়ে ওকে ঝাড়লাম। ঝাড়ার নিয়ম ছিলো যতবার সূরা ফাতেহা শেষ করেছি, ততবার ওর গায়ে হালকা থুথু দিয়েছি। এ নিয়মে ঝাড়ার পর সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলো। তখন তারা আমাকে এর পারিশ্রমিক দিতে চাইলো, কিন্তু আমি নিতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে নিবো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, তা গ্রহণ করে খাও। কতজন মিথ্যা ঝাড়ফুঁক করে সে পারিশ্রমিক খায়, আর তুমি সত্যভাবে ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে খাচ্ছো।

(বুখারী-১০/১৯৮)

তিন. টিউমার জাতীয় রোগের চিকিৎসা।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ইরাকের এক শায়েখের ঘটনা বর্ণনা করেন। শায়েখ বলেন, শৈশবে আমার চোখের ভ্রূর উপরে ছোট্ট মেজের মতো ছিলো। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে আমি যখন পরিণত বয়সে উপনীত হলাম, তখন এটাও আরেকটু বড় হয়ে গেলো। ফলে আমার চোখের ভ্রূ ঝুলে

পড়লো। যে কারণে ভালো করে তাকানো আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। সে সময় একজন আমাকে বললো, বাগদাদে এক ইহুদী আছে, সে ভ্রূ ফেঁড়ে টিউমার বের করে দেয়। কিন্তু ইহুদী হওয়ায় তার কাছে যেতে মন বেশি সায় দিলো না।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি কেউ আমাকে বলছে, অযুর সময় এর উপর সুরা ফাতেমা পড়। আমি তাই করলাম। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন চেহারা ধোয়ার সময় মেজটা এমনিতেই পড়ে গেলো এবং দাগও মুছে গেলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম, এটা সূরা ফাতেহারই বরকত।

তারপর হতে আমি নিজের জন্য সূরা ফাতেহাকে জ্বরসহ বিভিন্ন রোগের ঔষধ বানিয়ে নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! অধিকাংশ রোগই আল্লাহর হুকুমে সেরে গেছে। (আবু দাউদ-৩৮৯৬)

চার. হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমায়ের রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "সূরা ফাতেহা সকল রোগের শেফা।" (আল আছার ফিল আযকার পৃ: ২০)

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, 'আমি মক্কায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি। সে সময় আমার নানা রোগ-ব্যাধি দেখা দিতো। কিন্তু এর চিকিৎসার কোনো ডাক্তার বা ঔষধ পেতাম না। আমি তখন সূরা ফাতেহার মাধ্যমে নিজের চিকিৎসা করেছি এবং এর আশ্চর্য তাছির দেখেছি। শুধু নিজে করেছি তাই না; বরং কেউ আমার নিকট ব্যথার অভিযোগ করলে, তাকেও সূরা ফাতেহার উপর আমল করার কথা বলতাম। তাদের অনেকেই খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতো।

এতক্ষণ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা এবং সলফে-সালেহীনদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। বর্তমানকালেও আল্লাহর ফযলে এ সূরার মাধ্যমে অনেক দৈহিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসা সুসম্পন্ন হয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা অর্জন করেছে। এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরার নামকরণ করেছেন 'রুকইয়া' অর্থাৎ নিরাময়কারী এবং তিনি কোনো রোগ নির্ধারিত করেননি।

প্রতিদিনের সংক্ষিপ্ত আমল

আমল	নিয়ম	ফযিলত
আয়াতুল কুরসী পড়া	সকাল-সন্ধ্যায় ১বার, ঘুমের সময় ১বার, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ১বার।	হেফাজতকারী ফেরেশতা নিয়োগ, শয়তানকে ঘর থেকে দূরকারী, বেহেশতে যাওয়ার মাধ্যম।
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া।	সকালে অথবা বিকালে ১বার অথবা ঘরে পড়া।	সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা ও তিনদিনের জন্য শয়তানকে ঘর হতে দূরকারী।
সূরা ইখলাস- (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) মু'আউওয়াযাতাইন : অর্থাৎ সূরা নাস ও ফালাক পড়া।	সকাল-বিকাল ৩বার, ঘুমের সময় ১বার, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ১বার।	সবকিছুর অনিষ্ট হতে রক্ষা ও জিন-ইনসানের ক্ষতি হতে হেফাজত।
بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.	সকালে তিন বার, বিকালে তিন বার পড়া।	সকল খারাবী হতে হেফাজত ও আকস্মিক বিপদ আসার প্রতিবন্ধক।
أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.	সন্ধ্যায় ৩বার, কোনো অপরিচিত স্থানে নেমে ১বার পড়া।	স্থানের সবপ্রাণীর ক্ষতি হতে হেফাজত ও বিচ্ছুর বিষনাশক।
حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.	সকালে সাত বার, বিকালে সাত বার পড়া।	দুনিয়া-আখেরাতের চিন্তার জন্য যথেষ্ট।
رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.	সকালে ১বার, বিকালে ১বার পড়া।	আল্লাহ তা'আলার উপর জরুরী হয়ে যায় যে, কেয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।

আমল	নিয়ম	ফযিলত
لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.	সকালে ১০ বার, সন্ধ্যায় ১০ বার, দিনে ১০০ বা তার চেয়ে বেশি।	১০০ নেকী লেখা হয়, ১০০ গুনাহ মাফ করা হয়, ১০টি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব লাভ হয় এবং বিপদ হতে বড় সুরক্ষা হয়।
لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.	বাজারে প্রবেশের সময় একবার পড়া।	১০ লক্ষ নেকী লেখা হয়, ১০ লক্ষ গুনাহ মাফ হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে জান্নাতে তার জন্য ১টি মহল তৈরি করা হয়।
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.	সকালে ১ বার, বিকালে ১বার পড়া।	চিন্তা-পেরেশানী দূর হয়ে যাবে এবং ঋণ মুক্ত থাকবে।
রাসূল সা. এর উপর বেশি বেশি দরূদ পড়া। সর্বোত্তম হলো, দরূদে ইব্‌রাহীমী অর্থাৎ যে দরূদ নামাযে পড়া হয়।	বেশির কোনো সীমা নেই, সর্বনিম্ন হলো– সকালে ১০ বার বিকালে ১০ বার।	চিন্তা ও গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট হবে এবং রাসূল সা. এর শাফায়াত লাভ হবে।
বিসমিল্লাহ পড়া।	প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে পড়া।	শয়তানের ক্ষতি হতে হেফাজত এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম।
بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ.	ঘর থেকে বের হওয়ার সময় একবার।	কাজ সমাধা হয়ে যাবে, বিপদ হতে বেঁচে থাকবে এবং শয়তান হতে হেফাজত হবে।

আমল	নিয়ম	ফযিলত
أَعُوْذُبِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.	মসজিদে প্রবেশের সময় একবার।	সারাদিন শয়তান থেকে হেফাজত।
এস্তেগফার পড়া। أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.	যত বেশি সম্ভব পড়া।	চিন্তা দূর হবে, রুজী প্রাপ্ত হবে, আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।
لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ.	পরিমাণ নির্ধারণ ছাড়া যত বেশি পারা যায় পড়তে থাকা।	জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের ১টি ভাণ্ডার এবং ৯৯টি রোগের ঔষধ, সর্বনিম্ন হলো চিন্তা।
নিয়মিত গুরুত্বসহকারে মসজিদে জামাতের সাথে সময় মত নামায আদায় করা।	খুশু, ইতমিনান, আদব ও মহব্বতের সঙ্গে।	জিন-ইনসান ও শয়তান সহ সবকিছুর অনিষ্ট হতে হেফাজত।
أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.	যে কোন জিনিস হেফাজত করতে ইচ্ছা হয় তার উপর ১বার পড়া।	সন্তান ও সম্পদ চুরি যাওয়া এবং ধ্বংস হওয়া থেকে হেফাজত।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّاابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.	যে কোন বিপদগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্ঘটনা ইত্যাদি দেখে বা শুনে একবার পড়া।	ওই বিপদ হতে সে নিরাপদ থাকবে।

বি. দ্র.

এক. বর্ণিত সকল দু'আগুলো সহীহ হাদীস থেকে সংগৃহীত।

দুই. প্রতিদিনের দু'আগুলো ফজর, আসর অথবা মাগরিবের পর আদায় করা।

তিন. সূরা ফাতেহার কথা বলা হয়নি, কারণ রাসূল সা. থেকে সূরা ফাতেহার কোন আমল বর্ণিত নেই। তবে হ্যাঁ, চিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটা হলো প্রয়োজন।

বিশেষ কিছু আমল যার উপর রাসূল সা. বিরাট সওয়াব ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন

যিকির

* হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : দু'টি কালিমা এমন আছে যা আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, যবানে খুব হালকা এবং মিযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সে কালেমাগুলো এই –(আল জাওয়াবুল কাফী পৃ:-৮)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

* হযরত জুআইরিয়া রা. হতে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে ফজরের নামাযের সময় বেরিয়ে গেলেন, আর তিনি নামাযের স্থানে যিকিরে লিপ্ত রইলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাস্তের নামাযের সময় ফিরে এলেন। তিনি তখনও পূর্বের অবস্থাতেই বসে আছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঐ অবস্থায়ই আছ, যে অবস্থায় আমি তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম?

তিনি উত্তর দিলেন, জী-হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন : তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। সেগুলোকে যদি তোমার সকাল হতে এ পর্যন্ত কৃত সমস্ত আমলের মোকাবেলায় ওজন করা হয়, তাহলে সে বাক্যগুলোই ভারী হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, তাঁর সমস্ত মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তুষ্টি পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর কালেমাসমূহ লেখার কালি পরিমাণ। (বুখারী-৭৫৬৮)

* হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

বলে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দেয়া হয়।

(মুসলিম-৬৯১৩)

* হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশত বার–

سبحان الله وبحمده. পড়বে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার থেকে বেশি হয়। (তিরমিযী-৩৪৬৫)

* হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি খানা খেয়ে এ দু'আ পড়ল–

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَاقُوَّةٍ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এখানা খাইয়েছেন এবং আমার চেষ্টা ও সামর্থ ছাড়া আমাকে তা নসীব করেছেন।

তার অতীত– ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর যে কাপড় পরিধান করে এই দু'আ পড়ল–

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَاقُوَّةٍ.

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার চেষ্টা ও সামর্থ ছাড়া তা আমার নসীবে জুটিয়েছেন।'

তার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (আবু দাউদ-৪০২৩)

আয়াত

* হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা হতে নিরাপদে থাকবে। এক বর্ণনায় সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করার কথা উল্লেখ আছে।(মুসতাদরাকে হাকেম-১/৫১৮)

* হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কুরআনে কারীমে তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তা সূরা তাবারাকাল্লাযী। (মুসলিম-১৮৮৩)

* হযরত জুনদুব রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন রাতে সূরা ইয়াসীন পড়ে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। (তিরমিযী-২৮৯১)

নামায ও আযানের ফযিলত

* হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে জামাতে নামায আদায় করে, তার জন্য দু'টি পরওয়ানা লেখা হয়।

এক. জাহান্নাম হতে মুক্তির পরওয়ানা।

দুই. মুনাফেকী হতে মুক্তির পরওয়ানা। (ইবনে হিব্বান-৬/৩১২)

* হযরত আউস ইবনে আউস সাকাফী রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উত্তমরূপে গোসল করে, অতি প্রত্যূষে মসজিদে যায়, সওয়ারিতে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনে, খুৎবার সময় কোন অহেতুক কথা বলে না, সে প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছর রোযা ও এক বছর রাতের ইবাদতের সওয়াব লাভ করবে। (তিরমিযী-২৪১)

* হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারে নামাযের সওয়াব জানতো এবং লটারী ছাড়া আযান ও প্রথম কাতার অর্জন করা সম্ভব না হতো, তবে অবশ্যই তারা লটারী করতো। (আবু দাউদ-৩৪৫)

* হযরত আয়শা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকাত নামায পড়ার পাবন্দী করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে মহল তৈরি করেন। চার রাকাত নামায জোহরের পূর্বে, দুই রাকাত জোহরের পরে, দুই রাকাত মাগরিবের পর, দুই রাকাত ইশার পর এবং দুই রাকাত ফজরের পূর্বে। (বুখারী-৬১৫)

* হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাতের সাথে পড়লো, সে যেনো অর্ধরাত ইবাদত করলো, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করলো, সে যেনো সারারাত ইবাদত করলো। (নাসাঈ-১৭৯৬)

* হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল থাকে, অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, সে হজ্ব ও উমরার সওয়াব লাভ করে, হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার ইরশাদ করেছেন : পরিপূর্ণ হজ্ব ও উমরার, পরিপূর্ণ হজ্ব ও উমরার পরিপূর্ণ হজ্ব ও উমরার সওয়াব লাভ করে। (মুসলিম-১৪৯১)

অসুস্থতা ও মৃত্যু

* হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয় এবং জানাযার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকে, তার এক কীরাত নেকী লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয় এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে, তার দুই কীরাত নেকী লাভ হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, দুই কীরাত কী?

তিনি উত্তর দিলেন, দু'টি বড় পাহাড়ের সমান। (তিরমিযী-৫৮৬)

অপর বর্ণনায় রয়েছে, তন্মধ্যে ছোট পাহাড়টি উহুদ পাহাড়ের মতো।

(মুসলিম-২১৮৯)

* হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে মুমিন আপন কোন মুমিন ভাইয়ের মসীবতে তাকে সবর করার ও শান্ত থাকার জন্য বলে, আল্লাহ তা'আলা রোজ কেয়ামতে তাকে ইজ্জতের পোশাক পরাবেন।

(মুসলিম-২১৯২)

* হযরত আলী রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আর যে সন্ধ্যায় দেখতে যায়, সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে এবং জান্নাতে সে একটি বাগান পায়। (ইবনে মাজাহ-১৬০১)

সদকা

* হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সদকা করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, যদি সদকা করার মত কিছু তার কাছে না থাকে, তাহলে কী করবে?

তিনি উত্তর দিলেন : নিজ হাতে মেহনত মজদুরী করে নিজের উপকার করবে এবং সদকাও করবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এটাও যদি না করতে পারে, অথবা (করতে পারে তবুও) করলো না?

তিনি উত্তর দিলেন : কোন দুঃখিত মুহতাজ ব্যক্তিকে সাহায্য করবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, যদি তাও না করে? তিনি উত্তর দিলেন : কাউকে ভালো কথা বলে দিবে।

লোকেরা আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি এটাও না করে? তিনি উত্তর দিলেন : তাহলে কারো ক্ষতি করা হতে বিরত থাকবে। কেননা এটাও তার জন্য সদকা। (তিরমিযী-৯৬৯)

* হযরত আবু যর রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমার আপন (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসি সদকা। কাউকে তোমার সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা সদকা। কোন পথভোলাকে পথ বলে দেয়া সদকা। দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন লোককে রাস্তা দেখানো সদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড্ডি (ইত্যাদি) সরিয়ে দেয়া সদকা এবং তোমার নিজের বালতি হতে নিজ (মুসলমান) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়া সদকা। (বুখারী-৬০২২)

* হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যখন মালাকুল মউত তার রূহ কবজ করার জন্য আসল (এবং রূহ কবজ হওয়ার পর সে এ দুনিয়া ছেড়ে অন্য জগতে চলে গেল) তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কি দুনিয়াতে কোন নেক আমল করেছিলে?

সে উত্তর দিল, আমার জানামতে (এরূপ) কোন আমল আমার নেই।

তাকে বলা হল, (তোমার জীবনের উপর) দৃষ্টি দাও (এবং চিন্তা করে দেখ।)

সে উত্তর দিল, আমার জানামতে (এরূপ) কোন আমল আমার নেই; তবে দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে বেচাকেনা করতাম। সে ক্ষেত্রে আমি ধনীদেরকে সুযোগ দিতাম আর গরীবদেরকে মাফ করে দিতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখেল করিয়ে দিলেন।

(তিরমিযী-১৯৫৬)

রোযা

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ একদিনের বিনিময়ে দোযখ এবং সে ব্যক্তির মাঝে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। (নাসাঈ-২২৪৭)

* হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, আরাফার দিনের রোযা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে, আর আশুরার দিনের রোযা তার পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে। (মুসলিম-১/৩৬৮)

যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের আমল

* হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে হজ্ব করে এবং তাতে কোনো অশ্লীল কাজ না করে বা কথা না বলে, তাহলে সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।

(বুখারী-১/২০৬)

* হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানী কী?

তিনি উত্তর দিলেন : তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আ. এর সুন্নত।

তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের কী রয়েছে?

তিনি উত্তর দিলেন : কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। (ইবনে মাজাহ-২২৬)

* হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : দিনসমূহের মধ্য হতে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে কৃত আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয়।

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয় কী?

তিনি উত্তর দিলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন জান-মাল নিয়ে বের হয় এবং তার (জান ও মালের) কিছুই নিয়ে ফেরে না। (অর্থাৎ নিজে শহীদ হয়েছে আর তার মালও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং এমন জিহাদ অবশ্য এ দিনসমূহে কৃত আমল অপেক্ষা উত্তম।

(বুখারী, মেশকাত-১২৭-১২৮)

ইলম ও নিয়ত

* প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া হল চার ব্যক্তির জন্য।

এক. এমন বান্দা– যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ও ইলম উভয় দান করেছেন। তবে সে তা খরচ করতে আপন রবকে ভয় করে (অর্থাৎ হারাম পথে ব্যয় করে না), আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মালের হক মোতাবেক আমল করে (অর্থাৎ যথাস্থানে খরচ করে)। এ ব্যক্তি হল সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

দুই. এমন বান্দা– যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, কিন্তু সম্পদ দান করেননি। তবে সে সত্য এবং সঠিক নিয়তে বলে যদি আমার মাল থাকত,

তাহলে আমি অমুকের ন্যায় সওয়াবের পথে খরচ করতাম। এ দু'ব্যক্তির সওয়াব একই সমান।

তিন. এমন বান্দা– যাকে আল্লাহ্ মাল দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দান করেননি। ইলম না থাকার দরুন সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক হক আদায় করে না এবং নিজ সম্পদ হক পথে ব্যয় করে না। এ ব্যক্তি হল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের।

চার. এমন বান্দা– যার কাছে মালও নেই, ইলমও নেই। সে আকাংখা করে বলে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকত, তাহলে আমি অমুক ব্যক্তির মতো (যেখানে সেখানে) ব্যয় করতাম। এ বান্দাও তার নিয়ত অনুযায়ী হবে এবং তাদের গুনাহ্ হবে বরাবর অর্থাৎ মন্দ নিয়তের কারণে গুনাহের ক্ষেত্রে সে হবে তৃতীয় ব্যক্তির সমান। (তিরমিযী-২২৬৭)

* হযরত আবু বাকরাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তুমি হয়ত আলেম হও, অথবা তালেবে ইলম (ইলমের তালাশকারী) হও, অথবা মনোযোগ সহকারে ইলমের শ্রবণকারী হও, অথবা ইলম ও আলেমদের ভালোবাস। (এই চার ছাড়া) পঞ্চম প্রকার হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। পঞ্চম প্রকার এই যে, তুমি ইলম ও আলেমদের সাথে শত্রুতা পোষণ কর। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-১/৩২৮)

সবর ও জিহাদ

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মুসলমান যখনই কোন ক্লান্তি, রোগ, চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানীতে পতিত হয়; এমনকি একটি কাঁটাও ফুটে তবে এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। (বুখারী-৫৬৪১)

* হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার জন্য তার উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করবে (অর্থাৎ মুখ ও গুপ্তাঙ্গকে হারাম পন্থায় ব্যবহার করবে না), আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিবো।

(বুখারী-৬৪৭৪)

* হযরত সাহল বিন হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছান, যদিও সে বিছানায় (অর্থাৎ জিহাদ না করে ঘরে এমনিতে) মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম-২/১৪১)

* হযরত সাহল বিন সা'দ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ জিহাদে যেয়ে) একদিন পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার ওপর সমস্ত কিছু হতে উত্তম। (বুখারী-১/৪০৫)

আত্মীয়তা

* হযরত উম্মে সালামাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে মহিলার এ অবস্থায় মৃত্যু হয় যে, স্বামী তার উপর রাজী থাকে, সে জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী-১১৬১)

* হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কোন বিষয়ের জিম্মাদারী গ্রহণ করল এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করল, তবে এই কন্যাগণ তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অসিলা হবে।

(বুখারী-৫৯৯৫)

* হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এটা কামনা করে যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক ও তার হায়াত দীর্ঘ হোক, তার উচিত নিজ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (বুখারী-৫৯৮৬)

মহব্বত ও ইহসান

* এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামত কবে হবে?

তিনি উত্তরে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুত রেখেছ?

লোকটি বলল, আমি কোন আমল করতে পারিনি, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যাকে তুমি মহব্বত কর (কেয়ামতের দিন) তার সাথেই তুমি থাকবে। হযরত আনাস রা. বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর আমি মুসলমানদেরকে কখনো এরূপ

খুশি হতে দেখিনি, যেরূপ তাঁরা একথা শোনে খুশি হয়েছেন। (বুখারী-২/৯১১)

* হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মুমিন নর-নারীর জন্য যে ব্যক্তি মাগফেরাতের দু'আ করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখে দিবেন।

(মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-১/৩৫২)

* হযরত আবু মাসউদ বদরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সৎ কাজের পথ দেখায়, সে সৎ কর্মকারীদের সমান সওয়াব লাভ করে। (আবু দাউদ-৫১২৯)

* হযরত সাহল রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমি এবং এতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এরূপ কাছাকাছি হব– বলে তিনি শাহাদাত এবং মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছেন এবং দুই আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখেছেন। (বুখারী-৫৩০৪)

* হযরত সফওয়ান বিন সুলাইম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : বিধবা নারী ও মিসকীনের প্রয়োজনীয় কাজে দৌড় ঝাঁপকারীর সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা ঐ ব্যক্তির সওয়াবের ন্যায় যে দিনে রোযা রাখে ও রাতভর ইবাদত করে।

(বুখারী-৬০০৬)

* হযরত আবু দারদা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষার জন্য বাধা প্রদান করে, আল্লাহ তা'আলা নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হতে জাহান্নামের আগুন হটিয়ে দিবেন।

(মুসনাদে আহমদ-৬/৪৪৯)

* হযরত বারা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মুমিন যখন মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে সালাম দেয় এবং তার হাত ধরে মোসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমন বৃক্ষ হতে পাতা ঝরে পড়ে। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-৮/৭৫)

উত্তম চরিত্র

* হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মুমিন আপন সচ্চরিত্র দ্বারা রোযাদার এবং রাতভর ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করে থাকে। (আবু দাউদ-৪৭৯৮)

* হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি গোস্বা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও গোস্বা দমন করে নেয় (অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যার উপর গোস্বা তাকে কোন রকম শাস্তি দেয় না) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সমস্ত মাখলুকের সামনে ডাকবেন এবং অধিকার দিবেন যে, জান্নাতের হুরদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য পছন্দ করে নাও।

(আবু দাউদ-৪৭৭৭)

* হযরত আবু উমামা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমি ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের জিম্মাদারী নিচ্ছি, যে হক্কের উপর থেকেও ঝগড়া ছেড়ে দেয়। ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের জিম্মাদারী নিচ্ছি, যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যেও মিথ্যা কথা বর্জন করে। আর ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি ঘরের জিম্মাদারী নিচ্ছি, যে নিজের চরিত্রকে ভালো বানিয়ে নেয়।

(আবু দাউদ-৪৮০০)

আল্লাহপ্রেম

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যার চিন্তা শুধুই আখেরাত হয়, আল্লাহ তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করে দেন। তার জমাকৃত বা গোছানো বিষয়াবলী শামাল দেন। দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ হয়ে আসে। অপরদিকে যার চিন্তা শুধুই দুনিয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা তার সামনে সদা অভাব-অনটন রেখে দেন, তার গোছানো বিষয়াবলী ছড়িয়ে দেন, দুনিয়া তার কাছে নির্দিষ্ট ও পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণই এসে থাকে (অর্থাৎ যতই সে মেহনত করুক না কেন, যেটুকু তার তকদীরে আছে, সেটুকুই সে প্রাপ্ত হয়)। (তিরমিযী-২৫৮৩)

* হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তোমাদের এমনভাবে রুজী দেয়া হত, যেমনভাবে পাখিদেরকে রুজী দেয়া হয়ে থাকে। ওরা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী-২৩৪৪)

অযুর সাথে ঘুম

* হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অযুর সাথে রাতে ঘুমায়, এক ফেরশতা তার শরীরের সাথে লেগে রাতযাপন করে। যখনি সে ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখনি ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করে, আয় আল্লাহ! আপনার এই বান্দাকে মাফ করে দিন, কেননা সে অযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।

(ইবনে হিব্বান-৩/৩২৮)

শহীদী মৃত্যু

হযরত মা'কেল বিন ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

পাঠ করে, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর রহমত পাঠাতে থাকে। যদি সে ওই দিন মারা যায় তাহলে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়ে, তার জন্যও আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা সকাল পর্যন্ত তার উপর রহমত পাঠাতে থাকে। যদি সে ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে। (তিরমিযী-২৯২২)

রাসূল সা.- এর সুপারিশ লাভ

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আযান শোনে এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

কেয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং নামাযের তুমিই প্রভু

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান কর বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান। তাঁকে অধিষ্ঠিত কর মাকামে মাহমূদে, যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাঁকে দিয়েছো, নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করো না। (বুখারী-৬১৪)

ইসমে আজম

হযরত সা'দ বিন মালেক রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আমি কী তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইসমে আজম বলে দিব না? যার দ্বারা দু'আ করলে তিনি কবুল করেন, চাইলে তা পূরণ করেন। এটা সেই দু'আ যা দ্বারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলাকে তিন অন্ধকারের ভিতর ডেকেছিলেন–

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আপনি সমস্ত দোষ হতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমিই অপরাধী। (তিন অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাত সমুদ্র ও মাছের পেট।)

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দু'আ কী বিশেষভাবে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্যই, না সাধারণভাবে সমস্ত ঈমানদারের জন্য?

তিনি উত্তর দিলেন, তুমি কী আল্লাহ তা'আলার এ ইরশাদ শোননি–

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ "আমি ইউনুস আলাইহিস সালামকে মসীবত হতে নাজাত দিয়েছি এবং এভাবে আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে কোন মুসলমান আপন অসুস্থতার সময় এ দু'আ চল্লিশবার পড়বে, যদি ঐ অসুস্থতায় সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে শহীদের সওয়াব দেয়া হবে, আর যদি সে ঐ অসুস্থতা হতে সুস্থতা লাভ করে, তাহলে সুস্থতার সাথে সাথে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (মুসতাদরাকে হাকেম-১/৫০৬)

রক্ষাকারী দুর্গ

মূল: ড. আব্দুল্লাহ আসসাদহান (রিয়াদ)
অনুবাদ: হাফেজ মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন

প্রকাশক

শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী
আল ইরফান পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার
মোবা: ০১৭১৬৫৪৭৮৫৬

প্রকাশকাল

মে: ২০১০ ঈ.
জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী

কম্পোজ

আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা